বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
এসএমই বিভাগ
www.krishibank.org.bd

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-২২/২০২৪ তারিখঃ ৩০.০৬.২০২৪ খ্রিঃ

বিষয় ঃ <u>বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) পলিসি-২০২৪।</u>

টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ব্যবসা-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও মানবিকরূপ দেওয়ার জন্য সিএসআর বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিএসআর কর্মকাণ্ডে কার্যকরভাবে অংশ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ২৭.০৬.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিকেবি পরিচালনা পর্ষদের ৮৫৯তম সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সিএসআর নীতিমালার আলোকে প্রস্তুতকৃত "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সিএসআর পলিসি-২০২৪" অনুমোদিত হয়।

০২। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সিএসআর পলিসি-২০২৪" ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

৩০.০৬.২০২৪

(আবু সাঈদ মোঃ রওশানুল হক)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ০২৪৭-৭১১৫৩৪৪

সংযুক্ত ঃ <u>"বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সিএসআর পলিসি-২০২৪"</u>।

নং-প্রকা/এসএমইবিঃ(শাখা-২)/৩(৭৯)/CSR/২০২৩-২০২৪/ ৪৫৬ (১২৫০) তারিখঃ ৩০.০৬.২০২৪ খ্রিঃ

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ</u>

০১। চীফ স্টাফ অফিসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। অধ্যক্ষ (মহাব্যবস্থাপক), বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। <u>পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।</u>
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ)।
০৮। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। নথি/মহানথি।

৩০/০৬/২৪

(আ. ন. ম. বজলুল করিম)
উপমহাব্যবস্থাপক
dgmsme@krishibank.org.bd
ফোনঃ ০২৪৭-১২০১৬৬

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) পলিসি-২০২৪

এসএমই বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
www.krishibank.org.bd

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.০.০।	প্রারম্ভিক ধারণা	০১
২.০.০।	সিএসআর-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০১
৩.০.০।	সিএসআর অর্থের উৎস, বাজেট নির্ধারণ ও ব্যয়	০২
৪.০.০।	সিএসআর বাস্তবায়ন কমিটি	০২
৫.০.০।	সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি	০২
৬.০.০।	সিএসআর এর কার্যপরিধি ও সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা	০২
৬.১.০।	শিক্ষা	০৩
৬.২.০।	স্বাস্থ্যসেবা	০৩
৬.৩.০।	পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন	০৪
৬.৪.০।	অন্যান্য খাত	০৪
৬.৪.১।	আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড	০৪
৬.৪.২।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০৪
৬.৪.৩।	অবকাঠামো উন্নয়ন	০৫
৬.৪.৪।	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	০৫
৬.৪.৫।	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	০৫
৬.৪.৬।	নারীর ক্ষমতায়ন	০৬
৭.০.০।	বিশেষ পরিপালনীয় বিষয়	০৬
৮.০.০।	সিএসআর কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা	০৬
৯.০.০।	উপসংহার	০৭
১০.০.০।	পরিশিষ্ট-১ (বিকেবি সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট এবং কমিটি)	০৮

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) পলিসি-২০২৪

টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমান যুগে বিশ্বের অধিকাংশ বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে। বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও ব্যবসা-বাণিজ্যিক কর্মকান্ডকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও মানবিক রূপ দেওয়ার জন্য সিএসআর বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিএসআর কর্মকান্ডে কার্যকরভাবে অংশ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিএসআর খাতে ব্যয় করার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার প্রজ্ঞাপন জারি এবং ব্যয়ের খাত নির্ধারণ ছাড়াও এ সংক্রান্ত আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিট আয়ের একটি অংশ সিএসআর খাতে ব্যয় করতে হয়। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) ব্যয় নিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন নীতিমালা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে টেকসই উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া খাতগুলোর সঙ্গে সিএসআর অর্থ ব্যয় সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিঘাতকে নতুন করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR) হলো এক ধরনের ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি, যা সমাজের প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে ব্যবসার নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে বুঝায় যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং সমাজ, মানুষ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, প্রতিষ্ঠান তার সেসব কর্মের জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক আবশ্যকতা (ট্রিপল বটম লাইন অ্যাপ্রোচ) এর ভারসাম্য অর্জনের জন্য সিএসআর হলো স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ কৌশল। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির জন্য সিএসআর কার্যক্রম আবশ্যক। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূরীকরণ, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে আসছে।

উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে এবং ০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এর এসএফডি সার্কুলার নং-০১ মূলে প্রণীত সিএসআর নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের "সিএসআর পলিসি-২০২৪" এর খসড়া প্রণয়ন করা হলো। এই নীতিমালায় সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের টেকসই ও ন্যায়সংগত উন্নয়নের জন্য দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাস, খাদ্যের মান উন্নত করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতা এবং সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

২.০.০। সিএসআর এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত নানা রকম পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব দূরীকরণ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান ক্ষোভ, অসমতা ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত/দুঃস্থ/অসহায়/প্রান্তিক/হতদরিদ্র এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মৌলিক অধিকার রক্ষা, সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখা।

৩.০.০। সিএসআর অর্থের উৎস, বাজেট নির্ধারণ ও ব্যয় ঃ

বিকেবি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থ বছরের শুরুতে ব্যাংকের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নকালে পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী কর পরবর্তী নিট মুনাফার একটি অংশ (সর্বোচ্চ ৫%) চলতি বছরের সিএসআর ব্যয়ের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। ব্যাংকের রেটিং বৃদ্ধিতে বরাদ্দকৃত বাজেট উক্ত বছরের দুই ষান্মাসিকে সমভাবে সিএসআর এর অনুমোদিত খাতসমূহের জন্য নির্ধারিত হারে ব্যয় করা যাবে। প্রথম ষান্মাসিকে অব্যবহৃত অর্থ দ্বিতীয় ষান্মাসিকে চাহিদা মাফিক বিভিন্ন খাতে পুনঃবন্টন করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত অর্থবছরের শুরুতে ব্যাংকের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নকালে সিএসআর খাতে টোকেন বরাদ্দ সংরক্ষণ করবে।

৪.০.০। সিএসআর বাস্তবায়ন কমিটি ঃ

বিকেবি সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট (SFU) (পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক) সিএসআর কমিটির দায়িত্ব পালন করবে। উক্ত কমিটি সিএসআর সংক্রান্ত আবেদন যাচাই বাছাই, স্ক্রিনিং, মনিটরিং, বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্টিং পর্যবেক্ষণ, মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করবে।

৫.০.০। সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

ক) সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মাননীয় চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে;

খ) প্রাপ্ত আবেদন কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই এবং পরিদর্শনপূর্বক সঠিকতার ভিত্তিতে সুপারিশসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে;

গ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের পর বিকেবি পরিচালনা পর্ষদ সমীপে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে এবং পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর আবেদন মোতাবেক গৃহীত দলিলাদির তালিকা (due diligence checklist) তৈরি করে অনুমোদিত অর্থ সুবিধাভোগীর অনুকূলে প্রদান করা যাবে।

৬.০.০। সিএসআর এর কার্যপরিধি ও সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা (%) ঃ

অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক আবশ্যকতা (ট্রিপল বটম লাইন অ্যাপ্রোচ) এর ভারসাম্য অর্জনের জন্য সিএসআর সময়াবদ্ধ কৌশল। উক্ত কৌশলের আলোকে বিকেবি দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্পগুলিতে ফোকাস করবে।

৬.১.০। শিক্ষা (৩০%) ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তার মোট বরাদ্দের ৩০% শিক্ষা খাতে নিম্নোক্তভাবে ব্যয় করবে ঃ

ক) অ্যাকাডেমিক এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্বল্প আয়ের পরিবারের ছাত্রদের জন্য বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান;

খ) সুবিধাবঞ্চিত জনসংখ্যার জন্য অগ্রগতির সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে চাকুরি ভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান;

গ) ঝড়ে পড়া রোধে মানসিক/শারীরিক প্রতিবন্ধী/অন্ধ শিশুদের শিক্ষার প্রতি সমর্থনমূলক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

ঘ) কর্মচারীদের সন্তানের জন্য বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান এবং নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে হয়রানি প্রতিরোধমূলক প্রশিক্ষণ/সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি আয়োজন;

ঙ) প্রযুক্তিগত শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ যেমন কম্পিউটার, প্রজেক্টর, প্রিন্টার ইত্যাদি সরঞ্জাম সরবরাহ;

চ) ছিন্নমূল ও পথ শিশুদের শিক্ষার প্রসারে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ছ) এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান।

৬.২.০। স্বাস্থ্যসেবা (৩০%) ঃ

শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতের গুরুত্ব এবং মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিকেবি তার মোট বরাদ্দের ৩০% স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করবে ঃ

ক) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা;

খ) ব্যয়বহুল চিকিৎসার (যেমন ক্যান্সার, কিডনি রোগ, হৃদরোগ, লিভারের রোগ, দুর্ঘটনাজনিত অপারেশন, আগুনে পোড়া, এসিড পোড়া, চোখের ছানি অপারেশন ইত্যাদি) ক্ষেত্রে দরিদ্র রোগীদের নিরাময়মূলক চিকিৎসা খরচের জন্য সরাসরি অনুদান সহায়তা;

গ) পশ্চাৎপদ ও ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি উদ্যোগে খরচ যেমন নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট সুবিধা প্রদান;

ঘ) বিভিন্ন ধরনের মহামারি যেমন কোভিড, সার্স, এইডস, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগ মোকাবেলার জন্য প্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্যের খরচ বহন;

ঙ) মানসম্পন্ন হাসপাতাল সুবিধা এবং স্বল্পমূল্যের ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

চ) মানসিক/শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুস্থতার জন্য কল্যাণ সংস্থাগুলিকে সহায়তা প্রদান;

ছ) দরিদ্র ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক/বৃদ্ধ বয়সী মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সহায়তা;

জ) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা কার্যে সহায়তা প্রদান;

ঝ) নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান (নির্বাহী পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যতীত);

ঞ) এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান।

৬.৩.০। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন (২০%) ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

ক) পরিবেশ রক্ষার্থে নিয়োজিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিএসআর এর আওতায় সহায়তা প্রদান করা;
খ) ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের জন্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সহায়তা প্রদান;
গ) বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং জলবায়ু প্রতিরোধী আবাসন রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণে সহায়তা প্রদান;
ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দক্ষ পানি সেচ এবং পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা;
ঙ) গ্রিন ব্যাংকিং এর আওতায় বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদনের প্রচার এবং উপকূলীয় বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে ব্যয় করা;
চ) জলবায়ুর প্রভাবে দুর্যোগ এলাকায়/দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের জন্য ত্রাণসামগ্রী/নগদ সহায়তা প্রদান;
ছ) এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান।

৬.৪.০। অন্যান্য খাত (২০%) ঃ

৬.৪.১। আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড ঃ

সমাজের সকল শ্রেণি পেশার অংশগ্রহণ সহজতর করা, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ খাত হতে ব্যয় করা যাবে। যার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) শস্য উৎপাদন, পশু পালন, মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগির খামারের ক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
খ) অসহায় ও গরীব যুবকদের জন্য নতুন চাকুরির সুযোগ, স্ব-কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় করা;
গ) স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য অসহায়, এতিম, অন্ধ ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ এবং তাদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় দান এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কার্যে এ অর্থ ব্যয় করা;
ঘ) বয়স্ক ব্যক্তি, দুস্থ, ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী এবং গৃহহীন লোকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগে সহায়তা প্রদান;
ঙ) এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান।

৬.৪.২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি (সেমিনার, কর্মশালা, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি) বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
গ) দক্ষভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান;
ঘ) জরুরি দুর্যোগে ত্রাণ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড, চরম ঠান্ডা, খরা, ভারী বৃষ্টিপাত, আকস্মিক নদী ভাঙন ইত্যাদিতে ক্ষতির জন্য) সহায়তা প্রদান;
ঙ) জরুরি উদ্ধার সেবাগুলিতে জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম (যেমন ফায়ার ব্রিগেড, কোস্ট গার্ড, ইত্যাদি) সরবরাহে সহায়তা করা;
চ) এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান।

৬.৪.৩। অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ

ক) দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য স্কুল ভবন, লাইব্রেরি, শিশু পার্ক, খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি সম্পর্কিত) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;

খ) স্থানীয় কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য গ্রামের বাজারের অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা;

গ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

ঘ) কটেজ এবং মাইক্রো প্রোডাক্ট ক্লাস্টারের জন্য অবকাঠামো/শেড/বিল্ডিং স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

ঙ) বৃদ্ধাশ্রম/এতিমখানার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেশনাল ব্যয় নির্বাহে সহায়তা প্রদান;

চ) এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান।

৬.৪.৪। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি ঃ

ক) গ্রামীণ এলাকায় দলগত/ব্যক্তিগত খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ/ক্রীড়া সামগ্রীর ব্যবস্থা করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ) জাতীয় ঐতিহ্যের পুনর্গঠন ও সংরক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

গ) লোকসংস্কৃতি (যাত্রা, নাটক, জারিগান, পালাগান, গম্ভীরা, লোকগান, নৃত্য ইত্যাদি) এবং ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা (নৌকা-বাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তি ইত্যাদি) আয়োজনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) গ্রামীণ এলাকায় ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি, হা-ডু-ডু, কাবাডি, দাবা, সাঁতার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য আর্থিক সহায়তা করা;

ঙ) দুর্বল খেলোয়াড়দের জন্য আর্থিক সহায়তা। এছাড়াও এই সহায়তা প্রশিক্ষক, শিক্ষক, লেখক, কবি, গায়ক, সমাজকর্মী, ক্রীড়া সংগঠকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বীকৃত পেশার স্বনামধন্য ব্যক্তিদের জন্যও প্রযোজ্য হবে;

চ) দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রকাশনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের আয়োজনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহকে সহায়তা করা;

ছ) এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান।

৬.৪.৫। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঃ

ক) শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিসহ প্রান্তিক কৃষক এবং রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) শ্রমিকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান;

খ) বাংলাদেশের পাহাড়, হাওর, ছিটমহলের মতো অনগ্রসর অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান/জীবিকার উন্নতির জন্য আর্থিক সহায়তা করা;

গ) রাস্তার দরিদ্র দুঃস্থ/কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং আর্থিক স্বাক্ষরতার আওতায় সহায়তা প্রদান;

৬.৪.৬। নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

ক) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীদের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
খ) স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষিত মহিলাদের সরঞ্জাম সরবরাহ করা;
গ) স্টার্টআপের জন্য মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ঘ) অদক্ষ মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান;
ঙ) অসহায়/অসুরক্ষিত মহিলাদের খাদ্য, আশ্রয় এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা;
চ) জামানত ছাড়া মহিলাদের আর্থিক সহায়তা/রেয়াতি ঋণ প্রদান;
ছ) স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ওয়াশ রুম নির্মাণ;
জ) মহিলা কর্মচারীদের জন্য পৃথক পরিবহণ সুবিধা প্রদান;
ঝ) কর্মসংস্থানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও বীরাঙ্গনাকে সহায়তা;
ঞ) এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান।

৭.০.০। বিশেষ পরিপালনীয় বিষয় ঃ

ক) সিএসআর তহবিল বিতরণের পূর্বে অবশ্যই যথাযথ চেকলিস্ট থাকতে হবে;
খ) সিএসআর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আর্থিক লেনদেন অবশ্যই যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে;
গ) সিএসআর কার্যক্রম অবশ্যই দেশের সকল এলাকায় বিস্তৃত থাকতে হবে;
ঘ) ব্যক্তি/প্রকল্পে সিএসআর তহবিল বিতরণকালে সহায়তা গ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান অন্য কোন উৎস হতে এ খাতে সহায়তা গ্রহণ করেনি মর্মে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
ঙ) যেকোনো জাতীয় জরুরি/সঙ্কটে সিএসআর এর মাধ্যমে সময় সময় নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
চ) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিএসআর নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আলোকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮.০.০। সিএসআর কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ঃ

ক) কম বয়সী/শিশু শ্রম/বলপূর্বক শ্রম সম্পর্কিত কার্যকলাপে সহায়তা করা যাবে না;
খ) সমাজে সামাজিক মূল্য/পাবলিক ইমেজের জন্য হুমকি হয় এরূপ কার্যে সহায়তা দানে বিরত থাকা;
গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পৃষ্ঠপোষকতা করা যাবে না;
ঘ) ব্র্যান্ডিং/বিজ্ঞাপন/ব্যবসায়িক উন্নয়নমূলক কার্যে সহায়তা দানে বিরত থাকা;
ঙ) দেশের আইন ও প্রবিধান দ্বারা সমর্থিত নয় এরূপ কার্যে সিএসআর প্রদান করা যাবে না;
চ) পরিবেশগত অবনতির হুমকিস্বরূপ এমন প্রকল্প, ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা না করা;
ছ) জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে সহায়তা/উদ্যোগ/অর্থায়ন সংক্রান্ত যেকোনো কার্যে সিএসআর বাজেট হতে অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না;

৯.০.০। উপসংহার ঃ

সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল উপজীব্য বিষয় হলো আর্থসামাজিক উন্নয়ন। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পাশাপাশি সমাজের মানুষদের উন্নয়নে কাজ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সমাজে বৈষম্য থাকলে যতই উন্নয়ন হোক, তা টেকসই হবে না। সিএসআর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে জড়িত। এসডিজিতে উল্লিখিত দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধা নিবারণ, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে বেগবান করা প্রভৃতি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সিএসআর কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো পদ্ধতি প্রচারের মাধ্যমে দুর্বল এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে সহায়তা করতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজ ও সামগ্রিকভাবে দেশের প্রতি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতার প্রতি ইতিবাচক সহায়তার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অবশ্যই সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলবে।

পরিশিষ্ট-১

০৭ সদস্য বিশিষ্ট "বিকেবি সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট"

ক্রম	পদনাম	কমিটি'তে অবস্থান
০১.	উপমহাব্যবস্থাপক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ	ইউনিট প্রধান
০২.	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই বিভাগ	ফোকাল পয়েন্ট
০৩.	উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	সদস্য
০৪.	উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ	সদস্য
০৫.	উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, ঋণ আদায় বিভাগ	সদস্য
০৬.	উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ	সদস্য
০৭.	উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, এসএমই বিভাগ	সদস্য ও ফল ব্যাক পার্সন

২০ সদস্য বিশিষ্ট "বিকেবি সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স কমিটি"

ক্রম	বিভাগের নাম	পদনাম	কমিটি'তে অবস্থান
০১.	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মহোদয়ের সচিবালয়	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১	সভাপতি
০২.	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ মহোদয়ের সচিবালয়	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২	সদস্য
০৩.	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩ মহোদয়ের সচিবালয়	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩	সদস্য
০৪.	আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ	মহাব্যবস্থাপক	সদস্য
০৫.	আইসিটি মহাবিভাগ	মহাব্যবস্থাপক	সদস্য
০৬.	স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়	মহাব্যবস্থাপক	সদস্য
০৭.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
০৮.	জেনারেল ক্রেডিট বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
০৯.	ঋণ আদায় বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১০.	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১১.	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১২.	কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১৩.	পরিধারণ বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১৪.	প্রকিউরমেন্ট এবং কর্মী কল্যাণ ও পরিবহণ বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১৫.	এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১৬.	এসএমই বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১৭.	গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১৮.	ঋণ আদায় বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
১৯.	শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
২০.	এসএমই বিভাগ	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	সদস্য সচিব